সূচি

নীতি-নৈতিকতার বাইরে
সত্য ও মিথ্যাভাষণ প্রসঙ্গে ৭

'অপরাধবোধ', 'বিবেকদংশন' ও
কিছু সংলগ্ন প্রসঙ্গ ৪৫

Scanned with OKEN Scanner

ভূমিকা

এই লেখাটি নিৎশে ১৮৭৩ সালে লিখেছিলেন, যখন তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর। লেখাটি নিৎশের জীবৎকালে অপ্রকাশিত ছিল। লেখাটি এখন নিৎশে-পাঠকমহলে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলোর একটি হিসেবে গণ্য হয়। ভাষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বজ্ঞা ও মানবযাপনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে ভাবনার বেশ কিছু মৌলিক প্রস্থানবিন্দু এই লেখাটি থেকে তৈরি হয়েছে।

এই লেখাটিতে নিৎশের ভাবনা কান্ট ও সোপেনহাওয়ার-এর ছায়া থেকে যাত্রা শুরু করেছে। কান্ট যেভাবে phenomenon (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ) এবং noumena (ইন্দ্রিয়-অতিক্রমী রূপ) সংজ্ঞাত করেছিলেন, ইন্দ্রিয়-অতিক্রমী রূপবলয়ের মধ্যে thing-in-itself (স্বয়ং-বস্তু)-এর অবস্থানহেতু তা অজ্ঞেয় জ্ঞান করেছিলেন, এবং সোপেনহাওয়ার যেভাবে এই ভিত্তিমূলক ভাবনার উপর দাঁড়িয়েই অজ্ঞেয়তার মধ্যে স্বজ্ঞা বা নান্দনিক অনুভবের

Scanned with OKEN Scanner

পথ ধরে অনুপ্রবেশের পথ খুঁজেছিলেন, সেই ভাবনার ছায়া বহন করেই এই লেখাটি শুরু হচ্ছে। এই সূত্র ধরে এগিয়ে ভাষা ও বিজ্ঞানের প্রশ্নে আলোচনায় ঢুকে লেখাটি তার স্বকীয়তায় পৌঁছেছে। ভাষাগত প্রতিরূপ দিয়ে বস্তুকে নিখুঁতভাবে ধরা যায়, বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে বস্তুর নিয়ম আবিষ্কার ও প্রভাবিত করা যায়— আধুনিকতাবাদী চিন্তার এই নিশ্চয়তাগুলোকে এখানে ধ্বংস করা হয়েছে। আর কেবল কথা দিয়ে কথার প্যাঁচ কাটানো নয়, জীবনযাপনের শৈলীর নিরিখে সমস্তকিছুকে বিচার্য করে তোলা হয়েছে। লেখাটি পড়তে পড়তে গভীর নিশ্চয়তাবোধগুলোর ভেঙে পড়ার উপক্রম দেখে যেমন বিপন্নতার সিঁদুরে মেঘ ঘনায়, তেমনই আসন্ন কোনো কালবৈশাখীতে ভেসে মুক্ত হওয়ার আশাও দপদপিয়ে ওঠে।

এখানে লেখাটির বাংলা তর্জমা করা হয়েছে মূল জার্মান থেকে নয়, রোনাল্ড স্পেইরকৃত তার ইংরেজি অনুবাদ থেকে। উক্ত ইংরেজি অনুবাদটি ব্রিটেনের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস দ্বারা 'কেমব্রিজ টেক্সটস ইন দি হিস্ট্রি অফ ফিলজফি' সিরিজে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত নিৎশের দি বার্থ অফ ট্রাজেডি অ্যান্ড আদার রাইটিংস বইতে পাওয়া যায়।

বিপ্লব নায়ক

১

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো এক দূর-নিঝুম কোণে, অগণ্য সৌরজগতের আলোর মধ্যে একদা এক গ্রহ নিঃসারিত হয়ে দপদপ করে জ্বলেছিল কিছুকাল, আর সেই গ্রহের চতুর প্রাণীরা জ্ঞানশক্তি আবিষ্কার করেছিল। 'জগতের ইতিহাস'-এ সেটাই ছিল সবচেয়ে উদ্ধত ও সবচেয়ে কপট মুহূর্ত, যদিও তা এক মুহূর্ত বই আর কিছু নয়। প্রকৃতির অল্প কয়েকটি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যেই সেই গ্রহ জমাট শীতল হয়ে গিয়েছিল এবং সেই চতুর প্রাণীদের মরতে হয়েছিল। এমন একটা আখ্যান তৈরি করা যেতেই পারে, কিন্তু তার মধ্য দিয়েও যথেষ্ট সন্তোষজনকভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে না যে, প্রকৃতির মধ্যে এই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ঠিক কতটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কতটা অবাস্তব ও ক্ষণস্থায়ী, কতটা উদ্দেশ্যহীন ও স্বেচ্ছাচারী দেখায়; বহু অনন্তকালপর্যায় অতিবাহিত হয়েছে যখন তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আবার তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও

Scanned with OKEN Scanner

কোথাও কিছু এসে যাবে না। কারণ মনুষ্যজীবনের সীমার বাইরে প্রসারিত হতে পারে বুদ্ধিমত্তার এমন কোনো ভূমিকা নেই। বা বলা ভালো, এই বুদ্ধিমত্তা হল মনুষ্যোচিত এবং কেবলমাত্র তার অধিকারী ও বংশধারাবিস্তারকারীরাই তাকে এমন করুণরসাসিক্তভাবে দেখে, যেন-বা গোটা বিশ্বজগৎ তাকেই অক্ষ করে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যদি কোনো ডাঁশের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাপনক্ষমতা থাকত, তাহলে আমরা শুনতে পেতাম সেই ডাঁশও এহেন একই করুণরসে অভিভূত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে যে, বিশ্বজগতের উড়ানের কেন্দ্রটি তার মধ্যেই অবস্থিত। প্রকৃতিতে এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট কিছু হতে পারে না, যা এই জ্ঞানশক্তির এক ফুঁয়ে তৎক্ষণাৎ বেলুনের মতো ফুলে ওঠে না; আর প্রতিটি ভারবাহক যেমন তার গুণের কদর চায়, ঠিক তেমনই সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দাম্ভিক যে জন, সেই দার্শনিকও চায় যে, তার ভাবনা ও কাজের উপরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত চোখ দূরবীক্ষণ সহযোগে স্থিরনিবদ্ধ থাকুক।

বুদ্ধিমত্তা যে এহেন প্রভাব ফলাতে পারে, তা ভাবলে অবাকই হতে হয়, কারণ, প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যতাড়িত, সবচেয়ে কমজোরি ও সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী কিছু প্রাণীদের একটা সাহায্য-অবলম্বন বই

Scanned with OKEN Scanner